R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
ভারতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।
১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর হাসপাতালের অভ্যন্তরে আয়াদের ষড়যন্ত্রে শিশু বদলের তদন্ত হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের আয়াদের ষড়যন্ত্রে পুত্র সন্তান পাল্টা-পাল্টির এক ঘটনা ঘটলেও শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত সফল হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ জানুয়ারী বেলা একটা নাগাদ। ঐ সময় দু'জন গর্ভবতীকে সীজারের জন্য 'ওটি'তে ঢোকানো হয়। রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া গুজিরপুর গ্রামের মেম হালদারের সীজার করে পুত্র সন্তান প্রসব করান ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সমর সরকার। আয়াদের একটি চক্র এই সুযোগে অন্য গর্ভবতী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের পিয়ারাপুর গ্রামের টুকটুকি দাসের আত্মীয়দের পুত্র সন্তান হওয়ার খবর দিয়ে মোটা টাকা আদায় করে নেয় বলে খবর। পুত্র সন্তান প্রসবের খবর টুকটুকির আত্মীয়রা ফোনে বাড়ীতে জানিয়েও দেন। এর কিছু সময় পর টুকটুকির সীজার করতে গিয়ে ডাঃ মাধব সরকার কয়েকটি ওষুধ বাইরে থেকে আনার জন্য বাড়ীর লোকদের ডেকে পাঠান। তাঁরা এসে টুকটুকির পুত্র সন্তান হওয়ার খবর ডাক্তারবাবুকে জানালে আয়াদের চালবাজির কথা ফাঁস হয়ে যায়। এদিকে সীজার করে টুকটুকি দাসেরও পুত্র সন্তান প্রসব করান মাধববাবু। উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর হাসপাতালে আয়াদের হৃদয়হীন অত্যাচার নতুন নয়। সদ্যজাত শিশুকে লুকিয়ে রেখে ছেলে হলে জোরজুলুম ৩০০/৪০০, মেয়ে হলে ১৫০/২০০ আদায় কারো অজানা নয়। বর্তমানে আয়াদের প্রাধান্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে কমলেও সে দিনের ঘটনা কিভাবে ঘটলো এর কোন পরিষ্কার উত্তর ওয়ার্ড মাষ্টারও দিতে পারেননি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও ৩টি আসন সংরক্ষণের দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নিস্তা গ্রামে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ও বি সি-দের নিয়ে একটি বিরাট জনসমাবেশ ও সম্মেলন হয়ে গেল। ঐ সমাবেশে জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতিটা থানা থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। বাবা সাহেব ডঃ বি, আর, আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ দাস। কবিগানের লড়াই দিয়ে সভার সূচনা হয়। কবিয়াল ছিলেন বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী শ্রীচরণ মন্ডল, দুঃখভঞ্জন মন্ডল, তরুণ শিল্পী নারায়ণচন্দ্র মন্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল। এই কবিয়ালেরা দলিতদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের বঞ্চিতের কথা কবি গানে তুলে ধরেন। সভায় বক্তব্য রাখেন যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সুবোধকুমার মাঝি, কমলাকান্ত ঘোষ, রামকৃষ্ণ মাঝি ও পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও দলিতনেতা ডাঃ ভরতচন্দ্র মন্ডল। ভরত মন্ডল এসসি/এসটি/ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে অধিকার আদায় করার আহ্বান জানান। এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী অর্থের বিনিময়ে জাল সার্টিফিকেট বিক্রি করছেন, প্রকৃতরা হয়রান হচ্ছেন, ঘুরে ঘুরে শংসাপত্র পাচ্ছেন না। বি, ডি, ও/এস, ডি, ও, সাহেবরা সাধারণ মানুষকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দলিলে জাতি উল্লেখ না থাকলে শংসাপত্র দিচ্ছেন না ইত্যাদি অভিযোগ করেন। চাঁই তপশিলী জাতিভুক্ত হলেও তাদেরকে বাদ দিয়ে ডেলিমিটেশান করা হচ্ছে। ভরত মন্ডল বলেন, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ২০ লাখ চাঁই (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রতিশ্রুতি মতো আইন-জীবীদের ধর্মঘট উঠলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : কম দামের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফির অভাবে আদালতের কাজকর্মে বিপর্যয় নেমে আসে। নিত্যদিন লোকের হয়রানি বাড়তেই থাকে। এর প্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরা দ্বিতীয় দফায় গত ১২ থেকে টানা ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। তাঁদের প্রতিবাদ মিছিলও শহর পরিক্রমা করে। জেলা জজ এসে এর কোন প্রতিবিধান করতে না পেরে ঘুরে যান। শেষে গত ২৫ জানুয়ারী জঙ্গিপুর বারের এক সময়ের আইনজীবী ও বর্তমানে পঃ বঃ সরকারের রেজিষ্ট্রার জেনারেল তপন মুখার্জীর সহযোগিতায় দশ টাকার নীচের কোর্টফির ক্ষেত্রে আনডার টেকিং দিয়ে কাজ চলবে এবং কপিং সেকশনে নকলের যে সব সার্টিফায়েড (শেষ পৃষ্ঠায়)

জেলা বই মেলার মহকুমা-ভিত্তিক অনুষ্ঠানে হঠকারিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলাকে কেন্দ্র করে গত ২৯ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। অনুষ্ঠানসূচীতে নানা গরমিল দর্শকদের অবাক করে। সময়ের কোন ঠিক ছিল না। জেলার নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট করা অনুষ্ঠানসূচীতে চাকরী বাঁচানো মহকুমা কর্মীদের ভূমিকাও গ্রহণযোগ্য ছিল না। ক্যুইজ : "মুর্শিদাবাদকে জান" শীর্ষক বিষয় ও সাধারণ জ্ঞানের অনুষ্ঠানে প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করেন —"ঝাঁসির রাণীর আসল নাম কি ?" ঝাঁসির রাণী মুর্শিদাবাদে কবে রাজত্ব করলেন ? বিষয় বা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৪১২ সাল।

মহাজোটের সাত-সতেরো

এই রাজ্যের রাজ্য ও রাজনীতিতে এখন বড় খবর জোট আর ভোট। জোট বলিয়া জোট নহে একেবারে মহাজোট। বাম-বিরোধী মহাজোট গড়িবার কথা বেশ কিছুদিন হইতে শোনা যাইতেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে। কংগ্রেস চাহিতেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে তাহাদের জোটে। সর্ত তাহা হইবে 'মাইনাস' বিজেপি। মুখ্য মন্ত্রিত্বের টোপও তাহারা দিয়াছে তৃণমূল নেত্রীকে। অপরদিকে তৃণমূল নেত্রী চাহিতেছেন যে মহাজোট, তাহাতে থাকিবে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ দলের ফ্রন্ট এবং বিজেপি। কংগ্রেস জোটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন কিন্তু তাহা হইতে হইবে অসাম্প্রদায়িক। তাহারা বিজেপিকে মনে করিতেছে অচ্ছ্যুৎ। জোটের সঙ্গী হইতে হইলে তৃণমূল নেত্রীকে অবশ্যই তাহাদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য ছাড়িয়া আসিতে হইবে। এই সর্তারোপ তৃণমূল নেত্রীর নিকটে গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাঁহার বক্তব্য কেন্দ্রে যদি ইউপিএ সরকার বামেদের সমর্থন লইতে পারে তবে রাজ্য স্তরে মহাজোট গড়িবার ক্ষেত্রে তাহাদের কাছে বিজেপি কেন অচ্ছ্যুৎ হইবে! এই প্রস্তাব গ্রহণীয় হইতে বাধা কোথায়?

খবরে প্রকাশ, হায়দরাবাদ অধিবেশনে দলের মহাজোট গড়িবার রাজনৈতিক প্রস্তাব এক রকম খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দৃশ্যতঃ জোটের সম্ভাবনাও ক্ষীণ প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া কোন কোন মহলের ধারণা। তৃণমূল নেত্রী এন, ডি, এ,-র জোট সঙ্গী বিজেপির সঙ্গ ছাড়িতে রাজি নহেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। মহাজোট গঠনের পথে পারস্পরিক সর্তারোপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। নির্বাচনে জোট বা মহাজোটের প্রয়োজনীয়তা উভয় পক্ষই উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু মত এবং মতাদর্শে তাহা ব্যাহত হইতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জোটের সম্ভাবনা একপ্রকার দূর অস্ত ধরিয়া লইয়া তৃণমূল নেত্রী তাহার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জোট সঙ্গীদের লইয়া নির্বাচনের আসরে লড়াই এর জন্য তৎপর হইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। পক্ষান্তরে বামবিরোধী আন্দোলনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রীকে জোটে পাইবার জন্য কংগ্রেস চেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকিবেন এমনও শোনা যাইতেছে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ রাজ্য নেতৃত্বের উপর কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের নির্দেশ—তৃণমূল নেত্রীর বিরোধীতা নহে। গত ২৮ তারিখে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর আর একদফা আলোচনা হইলেও কাজের কাজ কিছু হয় নাই। উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনায় শেষমেষ কী সিদ্ধান্ত হইবে তাহা আমাদের জানা নাই। খবরে প্রকাশ মালদহের বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ পূর্বে তৃণমূল নেত্রীকে সমর্থনের কথা জানাইয়াও পিছু হটিয়াছেন। কার্যতঃ মনে হইতেছে মহাজোটের সম্ভাবনা ক্ষীণ শশাঙ্ক রেখার মতই অনুজ্জ্বল। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে জোট বা মহাজোট গঠিত হউক বা না হউক তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ২৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রকে স্পর্শ করিতে তাড়াতাড়ি তাঁহার পরিবর্তন যাত্রা আরম্ভ করিবেন বলিয়া খবর। পরিবর্তন যাত্রার প্রস্তুতিও চলিতেছে জোর কদমে। নির্বাচনের দিনক্ষণও অচিরে ঘোষিত হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। তাহার পূর্বেই রাজ্য-রাজনীতিতে বামবিরোধী জোট বা মহাজোটের নির্বাচনী সমঝোতার রূপরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়।

নেতাজীকে খোলা চিঠি

শীলভদ্র সান্যাল

সুহৃদ্‌বরেষু,

আপনার একশ দশতম জন্মদিনে অসংখ্য প্রণাম। প্রতি বছরই আপনার জন্মদিন ফিরে ফিরে আসে। আপনার ফটোতে মূর্তিতে আমরা ফুলের মালা চড়াই। ধূপকাঠি প্রদীপ জেবলে দেই। জোরালো গলায় বক্তৃতা করি। তুম হামকো খুন দো.....কদম কদম বাড়ায়ে যা রক্ত গরম করা সেই সব বাণী আউড়ে আমরা সেই ঊনিশশ' প'য়তাল্লিশ সালের ঐতিহাসিক আগুনে নিজেদের একবার নতুন করে সেঁকে নেই। মদের নেশার মত চাঙ্গা করে তুলি। সারা পশ্চিমবঙ্গে আপনার অসংখ্য মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকেও বোধহয় টেক্কা দিয়ে গেছেন আপনি। সে সব মূর্তিতে ধুলো পড়ে, পাখিরা প্রাত্যকৃত্য করে। আপনি নির্বিকার আজও সেই দিল্লির দিকে চোখ তুলে অপলক চেয়ে আছেন—দিল্লি চলো, চলো দিল্লি। সেই দিল্লি আপনার আর কোনও দিনই যাওয়া হল না। যাত্রাভঙ্গ করে আপনি যে কোথায় উবে গেলেন, আজও আমরা কেউ জানি না। কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের পর কমিশন বসালো, প্রতিটি কমিশনই এই রকম কনক্লুশন করল যে, আমরা কোনও কনক্লুশন করতে পারলাম না। আমজনতার মনের অন্দর-মহলে আপনি আজও শার্লক হোমস্‌ বা অরণ্যদেবের মত কিংবদন্তীর আনক্রাউন্ড কিং হয়েই বয়ে গেলেন। আমরা আক্ষেপ করি আপনার মৃত্যু রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হল না। এ জাতির কলঙ্ক! পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি এ একপক্ষে ভালই হয়েছে। যত রহস্য, তত আকর্ষণ। সত্যটা জানাজানি হয়ে গেলে আপনার এই রোমান্টিক ইমেজটা থাকত না হয়তো। রহস্যের ঘেরাটোপে মোড়া এক অবিসংবাদিত রামান্টিক নায়ক হয়েই রয়ে গেলেন আপনি। ভারতের ক'জন রাজনৈতিক নেতার কপালে এমন শিরোপা জুটেছে? এদিক দিয়ে তো আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনার বেশির ভাগ মর্মর মূর্তিই দেখি, সামরিক উর্দি পরিহিত। মনে হয়, এর পেছনে কোনও বিশেষ সাইকোলজি আছে। আপাত ভীরু ও ঘরকুনো বাঙালি আপনার সিভালরি ইমেজটাকে আঁকড়ে ধ'রে এক ধরনের স্ফীতি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে বোধহয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত আপনার বাঙালি চেহারাও তো কম আকর্ষক নয়, তবু ওই ধরনের মূর্তি যে বিশেষ চোখে পড়ে না, তা বোধহয় এই কারণে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ঘোড়ার ওপর বসে থাকা আপনার একটি বীভৎস ও কুরুচিকর মূর্তি আছে, ওটিকে যে সসম্মানে সরিয়ে ফেলা দরকার, এমন সম্মানকর প্রস্তাবনা আজও কারো কাছে শোনা গেল না। অত্যন্ত আক্ষেপের কথা। সাংসদ ভবনে আপনার একটি ছবি আছে অবশ্য। সে ছবিতে মাল্যদান করার জন্য দু' একজন ছাড়া বিশেষ কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি আপনার হাতে গড়া ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদেরও না। আর কংগ্রেসী নেতারা হায়দরাবাদে বিবিধ বাদ-বিসংবাদে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, আপনাকে আর তাঁদের মনে পড়েনি। আপনাকে কেমন যেন মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের মত মনে হয়। কুন্তীর মত ভারতমাতাও আপনাকে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস দিয়েছিলেন! তাইতো আমরা আপনাকে আজাদ্‌-হিন্দ্‌ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে লাভ করেছি। জিহ্বাগ্রে পেয়েছি এক মন্ত্রমুগ্ধ সম্বোধন—'নেতাজী'। এ দেশে নেতার অভাব নেই। কিন্তু 'নেতাজী' একজনই। (৩য় পৃষ্ঠায়)

সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সভা

জীবন সরকার ঃ গত ২৬ জানুয়ারী ধুলিয়ান পৌরসভার লজে সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট কাউন্সিলের জেলা সম্পাদক মেঘনাদ সাহা, লোকাল সম্পাদক হুমায়ুন কবীর, আর এস পির লোকাল কমিটির সম্পাদক রৌশান আলি এবং স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা এবং স্বাস্থ্যকর্মী তুতুল সিংহ। রৌশান আলি তাঁর বক্তব্যে বলেন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সহায়িকাদের চাকরী সরকারী বলে ঘোষণা করছে না সরকার অথচ দিন দিন তাদের কাজের চাপ বাড়ছে। বেতন নয়, ওদের ভাতা দেয় সরকার। জয়েন্ট কাউন্সিলার চাই সরকার তাদের সরকারী কর্মচারী বলে ঘোষণা করুক। এরপর মেঘনাদ সাহা তাঁর বক্তব্যে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের উপর পঞ্চায়েত প্রধানরা খবরদারী করছেন। অনেক জায়গায় প্রধানরা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের হেনেস্থাও করেন। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। তাছাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় বিধানসভা অভিযান। ঐ দিন সবাইকে তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে কলকাতা যাবার আহ্বান জানান মেঘনাদবাবু। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সম্পাদিকা মানজা খাতুন সামসেরগঞ্জ পি, ডি, পি, ও, কর্মীদের সময় মতো জ্বালানী বিল দেন না বলে অভিযোগ জানান এবং সবজি ও ডিম নিয়ে এলাকার মানুষ বিভিন্ন রকম হেনস্থা করে। এর প্রতিকার দাবী করেন তিনি। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুদেষ্ণা সাহা আগামীতে জয়েন্ট কাউন্সিল অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সরকারী কর্মচারী ঘোষণার দাবীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানান।

নেতাজীকে খোলা চিঠি (২য় পৃষ্ঠার পর)

সে আপনি। কর্ণের মতই আপনি এক ভাগ্যবিড়ম্বিত উপেক্ষিত মহানায়ক। এবং অপমানিত। দেশদ্রোহী কুইসলিং, তোজোর কুকুর ইত্যাদি কত সব তীব্র বিশেষণ জুটলো আপনার কপালে। প্রবল কোলাহলে ভারতের রাজনৈতিক মহল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তারপর এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেল। শুরু হল নীরব উপেক্ষা। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর ভারত সরকারের টনক নড়ল, আপনাকে 'ভারতরত্ন' দেওয়া দরকার। বাম নেতারা তাঁদের বিরূপ মনোভাব ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার মূল্য স্বীকার করে নিলেন। এ সব নিন্দা অপমান উপেক্ষা স্বীকৃতি কোনও কিছুই স্পর্শ করল না আপনাকে। ভারতের হৃদয় সিংহাসনে একছত্র সম্রাট হিসেবেই রয়ে গেলেন আপনি। যেমন সেদিন, তেমনই আজও। মহান দেশপ্রেমিক আপনি, আপামর জনসাধারণের নিখাদ ভালবাসাকে মূলধন করে, সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে ধ্রুবলোকের মত রয়ে গেলেন আপনি, এক এবং অদ্বিতীয়—নেতাজী। যে ভারত জননী, দেশের রাজনৈতিক কুটিল আবর্ত থেকে আপনাকে মুক্ত করে মৃত্যু সংকুল অকূল স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ভারত মা-ই আবার মৃত্যুহীন তিলক কপালে পরিয়ে আপনাকে বরণ করে নিলেন, প্রতিষ্ঠা দিলেন আপন হৃদয়-পদ্মে। আত্মবিস্মৃত বাঙালি আমরা, নমো নমো করে আপনার জন্মদিন পালন করি, তারপর যথারীতি ভুলে যাই! আপনার মহান দেশপ্রেম, আপনার বাণী সে সব কবেই জলাঞ্জলি দিয়েছি আমরা। আর এই সব মর্মান্তিক দৃশ্যের নীরব সাক্ষী হয়ে ছবি হয়ে রয়ে গেছেন আপনি—নেতাজী।

প্রজাতন্ত্রদিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থানার নবাগত ওসি হিমাদ্রিবিকাশ চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রজাতন্ত্রদিবস অনুষ্ঠানে সাগরদীঘি নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমা সারদার জন্ম দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাণীপুর সারদা শিক্ষা নিকেতনে গত ২৩ ডিসেম্বর '০৫ শ্রীমা সারদা দেবীর ১৫৩ তম জন্ম উৎসব পালন হয় হোম, যজ্ঞ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজয় মুখার্জী, অজিত মন্ডল, প্রকাশ সরকার প্রমুখ।

দুনিয়া বদলাচ্ছে, আমাদের বাংলাও....

থাকবে কৃষি

আসছে শিল্প

হবে উন্নয়ন

বাড়বে কর্মসংস্থান

পশ্চিমবঙ্গ

এক উন্নততর ভবিষ্যতের দোরগোড়ায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষি আমাদের ভিত্তি

শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ

শহরের পরিচয় শিল্পে। তেমন গ্রামের পরিচয় কৃষিতে। শহর এবং গ্রাম যেমন একে অন্যের পরিপূরক, তেমনি কৃষি এবং শিল্পও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি, উৎসকে ভুলে উন্নতি সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের রূপরেখা গড়ে তুলতে চাই কৃষি ও শিল্পের অনন্য মেলবন্ধন। আসুন, গড়ে তুলি নতুন পশ্চিমবঙ্গ। আসুন, শিল্পের ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করি কৃষির শক্ত ভিতের মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ঃ ৬০ (৩০)/তথ্য/মুর্শি/তাং ১৮/০১/০৬

জমি বিক্রয়

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কাঁকুড়িয়া মৌজায় ২১৬ নং দাগের দক্ষিণ দিকের ১০ শতক জমি বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

বামাচরণ চ্যাটার্জী

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

ফোন ঃ ২৬৬৫১৪

যত্নসহকারে কনে/বৌ সাজানো, মেহেন্দী পরানো ও তত্ত্ব সাজানো হয়।

শান্তি সাহা

ইউ বি আই-এর সন্নিকটে গলির ভেতর

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোড

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ জানুয়ারী রঘনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন ভবন প্রাঙ্গণে প্রাক্তন তিন কৃতি ছাত্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এরা হলেন ডাঃ মদনমোহন চৌধুরী (পি, জি, হাসপাতালের শল্য বিভাগের প্রাক্তন প্রধান। বর্তমানে পঃ বঃ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য। পঃ বঃ/আসাম ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান/পি, এইচ, ডি পরীক্ষক।) ডঃ নিবিড়কুমার মন্ডল (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুতত্ব বিভাগের প্রধান। এ বছর (২০০৫-০৬) ভারতীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার হিসাবে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরষ্কারের সম্মানে ভুষিত)। তৃতীয়জন তপন মুখার্জী। কলকাতা হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার জেনারেল। তাঁদের বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি রোমন্থন ও আজকের ছাত্রসমাজ বিষয়ক বক্তব্য উপস্থিত আমন্ত্রিত শ্রোতৃমন্ডলীকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি মহকুমা শাসক বিমলকান্তি দাস, প্রধান অতিথি পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এবং বিশেষ অতিথি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আশিস রায়ের ভাষণও সকলের প্রশংসা কুড়োয়। সম্বর্ধনার পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত নাটক 'কেনারাম বেচারাম' সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাক্তন ছাত্র স্মরণ দত্তের সঞ্চালনায় অন্য মাত্রা এনে দেয়।

সেবাদলের রক্তদান শিবির

অসিত রায় ঃ জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেস সেবাদলের উদ্যোগে এক মহৎ প্রচেষ্টা উদ্‌যাপন হয়ে গেলো গত ২৯ জানুয়ারী '০৬ মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে 'সবারে করি আহ্বান—মোরা এসো করি রক্তদান' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ২০০৪ এর ১৫ আগষ্ট রক্তদান অনুষ্ঠান হয়েছিল। গত বছর এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান হয়নি। এবারের এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা তাদের সেই ধারাকে অব্যাহত রাখলো। এ খবর জানালেন আহ্বায়ক সেখ মহঃ হাসানুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও জেলা কংগ্রেস সহ-সভাপতি মহঃ সোহরাব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সেবাদলের চেয়ারম্যান মনোজ পান্ডে এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম। স্বাস্থ্য পরীক্ষার দায়িত্বে ডাঃ আসামুদ্দিন বিশ্বাসের আন্তরিকতা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। মোট ৩১ জন রক্তদাতা অংশ নেন।

সিভিক সেন্স ধারাবাহিক রচনাটি এই সপ্তাহে বিশেষ কারণে প্রকাশ করা গেল না। —প্রকাশক/জঙ্গিপুর সংবাদ

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর কলেজে বাংলা বিভাগের অনবদ্য অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৬ জানুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজে বাংলা বিভাগের সাংস্কৃতিক সংস্থা "পরম্পরা"-র বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব প্রশংসনীয়ভাবে হয়ে গেল। গান, বাজনা, আবৃত্তি, স্মৃতিচারণে, বিরচিত কবিতায়, ফুল আর ধূপের গন্ধে ঘন্টা ৪/৫ মোহিত হয়েছিলেন সকলে। অতীতকে সামনে এনে সেই রঙে নিজের বার্দ্ধক্যকে রাঙিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় চলে গেলেও একঘেয়েমি মনে হয়নি। ছোট্ট বিরতিতে দুপুরের ভোজন, পুনরায় সন্ধ্যা অবধি চলে মন প্রাণ সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। অধ্যাপক নুরুল মর্তুজার লোকগীতি আলাদা মাত্রা আনে অনুষ্ঠানে। ঐ বিভাগের রণময় সরকার, সালমা আখতার প্রমুখরা ছিলেন অনুষ্ঠান ঘোষণায়। বিভাগীয় প্রধান ডঃ অসীম মন্ডলের মূলতঃ প্রচেষ্টায় কয়েক বছর ধরে চলছে এই বার্ষিক উৎসব। প্রাক্তন অধ্যাপক আশিস রায়, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্ত মুখার্জী, দেবপ্রসাদ রায় শর্মা, মালবিকা মন্ডল, অমৃত সরকার, মানসী ঘোষসহ বেশ কয়েকজন স্মৃতি-চারণা করেন। সব থেকে লক্ষ্যণীয় বহু দুর্নামের সঙ্গে আলোচিত জঙ্গিপুর কলেজের বাংলা বিভাগের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ঐ দিন সমস্ত ব্যাপারে শৃংখলা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন এবং অনন্যা চক্রবর্তী, পারভীন সুলতানা, সুষ্মিতা ব্যানার্জী, শুভনীতা সিংহের সঙ্গীত পরিবেশন বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে হঠকারিতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিরোনামের সঙ্গে বস্তুর মিল কোথায় ? অন্যদিকে সর্বসাধারণের জন্য বই মেলাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক বিষয় ঠিক করা হয়েছিল—"শিল্পের উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের পরীপন্থী"। সেখানে একজনই বিচারক—তিনি পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। বিতর্কের বিষয়টি যে বস্তুনিষ্ঠ নয় এবং যিনি নির্ধারণ করেছেন তাঁর যে অর্থনীতির ওপর কোন জ্ঞানগম্যি নেই সেটা একজন বক্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ভারতবর্ষ কৃষিভিত্তিক দেশ। ভারতীয় অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। বক্তব্য পরিষ্কার করার পরও বোধগম্য হয়নি কর্তাদের।

ধর্মঘট উঠলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

কপি কোর্টফির জন্য খারিজ করা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে হাইকোর্ট বিবেচনা করবে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য বহু আসামীকে জামিন পেয়েও কোর্টফির অভাবে ও আইনজীবীদের আন্দোলনের ফলে বন্দী জীবন কাটাতে হয় বলে খবর। জঙ্গিপুর আদালতের বিচারকদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে ২৫ জানুয়ারী থেকেই আইনজীবীরা পুনরায় কোর্টের কাজ শুরু করেন। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই প্রতিবন্ধকতা দূর হবে বলে কয়েকজন আইনজীবী জানান।

আসন সংরক্ষণের দাবী (১ম পৃষ্ঠার পর)

তপসিলী জাতিভুক্ত হয়েছে। তাদেরকে ধরে ডেলিমিটেশন হলে জঙ্গিপুর, জলঙ্গী ও মুর্শিদাবাদ বিধানসভাগুলো তপসিলী জাতির জন্য সংরক্ষণ হবে। পাশাপাশি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর ও মানিকচক বিধানসভা তপসিলীভুক্ত হবে। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। কার্যকরী না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানান SC/ST/OBC-র কর্মকর্তারা। ঐ সভায় পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সভাপতি কাঞ্চনকুমার সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মন্ডলকে সম্বর্ধনা দেন নিস্তা গ্রামবাসীরা। ১৯৯২ সালে ঐ গ্রামেই সম্মেলনে তাঁরা দায়িত্বভার নেন।